Book Post
Printed Matter

To_____

ডাঃ প্রকাশ মল্লিকের হোমিওপ্যাথির নতুন বইয়ের তালিকা

১। হোমিওপ্যাথি শিক্ষা ২৫০ টাকা
২। হোমিও চিকিৎসা পরিচয় ৬০ টাকা
৩। হাঁপানি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ৩০ টাকা
৪। পারিবারিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ৩০ টাকা
৫। চর্মরোগের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ২৫০ টাকা
৬। হৃদরোগ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ৩৫ টাকা
৭। শিশুরোগের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ২০০ টাকা
৮। স্ত্রীরোগ ও হোমিও চিকিৎসা ২৫০ টাকা
৯। চোখের রোগের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ১৫০ টাকা
১০। অসাধারণ লক্ষণ ও হোমিও চিকিৎসা ২৫০ টাকা
১১। আধুনিক হোমিওচিকিৎসা ১০০ টাকা
১২। বায়োকেমিক চিকিৎসা ৩০ টাকা
১৩। অনুবাদ ডাঃ সুসলারের বায়োকেমিক মেটিরিয়া মেডিকা ৪০০ টাকা
১৪। বিরল ঔষধের সরল প্রয়োগ ১০০ টাকা
১৫। যৌনতা ও যৌন রোগে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ২৫০ টাকা
১৬। An Introduction of Homeopath Rs. 30/-
১৭। Cancer and its Homeopath is Treatment Rs. 50/-
১৮। Correct Pescriber Rs. 250/-
১৯। Mallick Method Rs. 100/-
২০। পশুরোগ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ৫০ টাকা
২১। অনুবাদ বোরিকের মেটিরিয়া মেডিকা ৪০০ টাকা
২২। Healling by Homeopahty using rare Medicines Rs. 120/-
২৩। আপ্পারাইটিস ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, ৫০ টাকা
২৪। হোমিও ধন্বন্তরী ৩০০ টাকা
২৫। ডায়াবেটিস ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, ৫০ টাকা
২৬। জীবনের জন্য জানা, ১০০ টাকা
২৭। ক্যানসারের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ৩৫০ টাকা

এছাড়াও আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞান, নির্বাচিত গ্রন্থ সহ দশটি কবিতার গ্রন্থ রচিয়তা

হোমিও মেডিক্যাল ক্লাব, ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর
রেজিস্টেশন নং-এস ৫৯২৬ কলকাতা শাখার মুখপত্র

স্বাস্থ্য সাথী

সম্পাদক: ডাঃ কুণাল ভট্টাচার্য্য ও ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

১লা জানুয়ারি, ২০১৯ ● ২২১ হ্যানিম্যানাব্দ ● ২য় বর্ষ ● সংখ্যা-২ ● সাহায্য ৩ টাকা

ঠিকানাঃ প্রযত্নে- মল্লিক হোমিও হল, ৮৮/১ দমদম রোড, দমদম কুইন (দোতলায়), কলকাতা-৭০০ ০৩০

চিকিৎসকদের সম্মানপ্রাপ্তি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিককে গুজরাটের একটি ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা ভারতের ১০জন হোমিও প্যাথিক চিকিৎসক-এর মধ্যে অন্যতম এবং ডাঃ পার্থসারথি মল্লিকে ভারতের

হোমিও প্যাথি চিকিৎসা জগতে উদিয়মান তারকা বলে উল্লেখ করেছেন।

গরু, মোষ ও ছাগলের খিচুঁনি রোগ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক এম.ডি (হোমিও)
সিনিয়ার সুপার স্পেশালিস্ট হোমিওপ্যাথ
সভাপতি ঃ ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ্ হোমিওপ্যাথি
ফোন ঃ ৯৮৩০০২৩৪৮৭/৯৮৩০৫০২৫৪৩
Email : mallick2007@gmail.com
Webesite : www.drpmallick.in

গরু, মোষ মোষের খেঁচুনি বা তড়কা আনথ্রাকস খুবই মারাত্মক এই রোগ যখন দেখা দেয়। তখন একাধিক প্রাণী আক্রান্ত হয় ও চিকিৎসার সময় না দিয়ে মারা যায়। শুধু তাই নয়। এই রোগে আক্রান্ত প্রাণীর মাংস খেলে মানুষও আক্রান্ত হতে পারে। রোগটা সাধারণত বর্ষাকালেই দেখা যায়। বিশেষ করে যখন চারদিক জলে প্লাবিত।

রোগটা জীবাণুঘটিত, অ্যানথ্রাসিস ব্যাসিলাস নামেও একটি ব্যাকটেরিয়া এই রোগের জন্য দায়ী, যা সাধারণত খাবারের মাধ্যমেই শরীরে ঢুকে থাকে। তড়কার জীবাণু মাটিতে স্পোর আকারে মিশে থাকে। ঘাস বা জলের মাধ্যমে শরীরে ঢুকে রোগে ছড়ায়।

তড়কার লক্ষণ:

তড়কা হলে প্রথমে প্রবল জ্বর হয়। থরথর করে কাঁপাতে থাকে। হঠাৎ মাটিতে পড়ে গিয়ে কয়েকটা ডাক দিয়ে মারা যায়। মারা যাওয়ার পর নাক, মুখ মলদ্বার, প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে কালে টাটকা রক্ত হতে দেখা যায়। এই রক্ত জমাট বাঁধে না। পেট অসম্ভব ফুলে যায়। তড়কা রোগ হলে কিন্তু লক্ষণ দেওয়ার আগেই প্রাণী মারা যেতে পারে গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, শুকর ইত্যাদি সব প্রাণীর এই রোগ হতে পারে।

প্রাণীটি যদি মারা যায় তবে দেরি না করে চুন মাখিয়ে মাটির নীচে পুঁতে দিতে হবে। তড়কা রোগে মৃত প্রাণীর চামড়া ছাড়ানো যায়। যেখানে প্রাণীটি মারা গেছে সেই জায়গাটা খড় দিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারে। আর চারদিকে চুন মাখিয়ে দিতে হবে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা:

পূর্বে যে এলাকায় তড়কা হয়েছিল সেই এলাকায় আগের থেকে অ্যানথ্রাক্সিনাম ২০০ ১ ফোঁটা করে সাত দিন দিতে হবে। আক্রান্ত প্রাণীকে লক্ষণ অনুযায়ী প্রথমে পাইরোজেন ৩০ ১টি করে বড়ি ১ ঘণ্টা ছাড়া খাওয়াতে হবে।

যদি নাক মুখ দিয়ে রক্ত বের হয় তবে ফসফরাস ৩০, প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যাবে। এরকম অনেক ঔষধ আছে যা লক্ষণ অনুযায়ী প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যাবে।

বৌদ্ধ ভিক্ষুকের সঙ্গে ডাঃ প্রকাশ মল্লিক ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক একন আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। তিনি বহু জটিল রোগ সারিয়ে নজির সৃষ্টি করেছেন। তিনি ক্যান্সার, হাঁপানি সহ ৪২টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি পূর্বে দশ বৎসর গ্রামে ছিলেন। সেই সময় পশু চিকিৎসা করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি "হোমিওপ্যাথিতে পশু চিকিৎসা" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

মা ডায়াগোনেস্টিক সেন্টার অ্যাণ্ড প্যাথোলজিকাল ল্যাব এল.এল.পি.

১১৮ বি, এ.জে.সি.বোস রোড, কলকাতা-৭০০০১৪
(নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হসপিটালের ২নং গেটের বিপরীতে। ধন্বন্তরী এবং মেডিপয়েন্ট ঔষধের দোকানের উপরে দোতলায়)
Phone: (033) 2264-7642
E-mail: maadiagnostic20@gmail.com

কৌশিক ঘোষ
Phone: 9163998091, 9804713449

মল্লিক হোমিও হল

৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ (কলেজস্ট্রিট)
শাখা– ৮৮/১ দমদম রোড, দমদম ক্যুইন (দোতলায়) কলকাতা-৩০
Email: mallick2007@gmail.com, info@drpmallick.in, Website: www.drpmallick.in

বিশ্বমানের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়
রোগ বিয়োগ

সতর্কতা: চিকিৎসকের সঠিক পরামর্শ ছাড়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে।

আমাদের চিকিৎসক:
ডাঃ প্রকাশ মল্লিক (ধন্বন্তরী) এম.ডি (হোমিও), ডি. আই হোম (লন্ডন)
সভাপতি- ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ হোমিওপ্যাথি
সহকারী- ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক, ডাঃ রাজেশ কুণ্ডু, রিংকী ব্যানার্জী, পরিমল কুণ্ডু

ক্যান্সার। অর্শ। ফিশার। ফিশচুলা। চুল পড়া। ঘাড়ের ব্যথা। এলার্জি। হাঁটুতে ব্যথা। ডায়াবেটিস। আঁচিল ব্রণ। মাইগ্রেন। সোরিয়াসিস। চর্মরোগ। ডিপ্রেশন। প্রস্টেট বৃদ্ধি। অ্যাসিডিটি। পেটের সমস্যা। থাইরয়েড। সাইনাস। স্ত্রীরোগ। বন্ধ্যাত্ব। যৌন অক্ষমতা। একজিমা। আর্থারাইটিস।

For Appointment: 9830023487, 9830502543
Toll Free: 18008430032

কলেজস্ট্রিট ❖ দমদম

মল্লিক চিকিৎসা সংহতি

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক
সভাপতিঃ ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ্ হোমিওপ্যাথি (ভারত)
সম্পাদকঃ প্রেসক্রিপশন পত্রিকা
ফোন ঃ ৯৮৩০৫০২৫৪৩
Email : mallick2007@gmail.com

পূর্ব প্রকাশিতের পর

আমার বাবা শুধুমাত্র হোমিওচিকিৎসক নন। তিনি চিকিৎসার বাইরে রাজনীতি, সমাজভাবনা, ধর্মবোধ, দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি সব বিষয়ে তাঁর চিন্তা, তাই তার থেকে বের হয় কবিতা, গ্রামের মানুষ নিয়ে নানা লেখা।

যাইহোক এবার আমি চিকিৎসা প্রসঙ্গে, আমার একটি রোগী এসেছিল এক তরুণী পিঠের মাংসপেশিতে ব্যাথা সমস্ত জায়গাটা একাট শক্ত ভাব। দু কাঁধের মাঝখান এবং ঘাড়ের নীচটাতে ব্যথা, অত্যন্ত পেশি টেনে ধরার মত অনুভূতি ব্যথা দুগাল পর্যন্ত প্রসারিত মাথা ঘোরানো যায় না, মাথা নিচু করলে কিংবা হাত উপর দিকে তুললে বিশেষ করে বাঁ হাত ব্যাথা দারুণ বাড়ে, অনুসন্ধান জানা যায়। তাঁর শ্বেতপ্রদর রয়েছে। এটা শুধু বসে থাকলে হয়। উঠে দাঁড়ালে বা চলাফেরা করলে বন্ধ হয়ে যায়।

এখানে শুধু বসে থাকলে শ্বেতপ্রদর এই সহচর লক্ষণটি রোগীর প্রধান উপসর্গ। পিঠের মাংসপেশীর টানটান ভাব ও আড়ষ্ঠতা ও আড়ষ্টকর ব্যথার সঙ্গে আপাতত দৃষ্টিতে কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। আমি এই রোগীকে ওষধ দিয়ে ব্যর্থ। বাবা বলেন ফ্যাগোপাইরাম ২০০ দাও। রোগী সুস্থ হয়ে যায়। আর ভদ্রমহিলা ত্রিকোণাস্থীতে প্রদাহের কারণে কষ্ট পাচ্ছেন। বেদনার সময় মনে হয় কতকগুলো উত্তপ্ত সূর যেন চামড়া ফুটো করে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। বেদনা বসলে পড়ে দাঁড়ালে কমে। দুধের মতো সাদা স্রাব, বাবা ওকে ক্রিয়োজোট দিয়ে সুস্থ করে ছিলেন।

আর একটি রোগীর কথা বলি একজন ১৭ বৎসর বয়সী মেয়ে তাঁর হরমোন জনিত সমস্যা দেখে একজন অ্যালোপ্যাথিক বিশেষজ্ঞ জানিয়েছে তাঁর কোন দিন ঋতুস্রাব হবে না। অবশেষে অগতির গতি হোমিওপ্যাথি এবং বাবার কাছে আসা। রিপোর্ট দেখে বাবা বলেছেন এর কিছু করা যাবে না। মেয়েটির বাবা, বাবার পায়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললে স্যার একটা কিছু করুন। অনেক পর বাবা বললেন আমি চেষ্টা করতে পারি তাতে কাজ হতে পারে আবার নাও হতে পারে। মেয়েটির বাবা বললেন যাই হোক কিছু করুন।

অবশেষে বাবা বললেন এ্যালোপ্যাথির কনট্রাস্পেটিক পিল পযাক্রমে তিন মাসে খেয়ে আমার কাছে আসে। মিরাকেল হল। এই মেয়ের ঋতুস্রাব দেখা দিল পরে বাবা এ্যাড্রিনালিন ২০০ এবং সিনিসিও মাদার ও পিটুইটারিনাম 3X দিয়ে মেয়েটির যৌবন ফিরিয়েছেন। মেয়েটির বিবাহ হয়েছে এবং তাঁর সন্তানও হয়েছে।

তাই বাবা বলেন চিকিৎসাকে কোন ব্যবস্থায় বেঁধে রাখা যাবে না। একেই বোধহয় তিনি বলেন চিকিৎসা সংহতি।

আর একটি রোগীর কথা বলি, বাবার কাছে একজন বন্ধ্যা রোগী এসেছেন। তিনি কলকাতার একটি বিশেষ ডাক্তারদের দেখিছেন। তাঁর প্যাথোলজিক্যালি এবং এ্যানাটমিক্যালি কেন অসুবিধা নেই বাবা তাঁকে প্রশ্ন করলে আপনি কি হস্তমৈথুন করেন। রোগী বাবার প্রশ্ন শুনে বাবার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রহলেন। তিনি বাবাকে বললেন আমি একজন সিনিয়র নার্স। এরকম প্রশ্ন কেন? বাবা বললে যা জিজ্ঞাসা করছি উত্তর দিন। পরে তিনি বললেন আমার বিধবা পিসির কাছে থাকতাম তিনি হস্তমৈথুন করতেন। আমি হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি এখন আমি স্বামী সহ বাসে তৃপ্ত হই না। হস্তমৈথুন করে তৃপ্তি পায়। বাবা বলেন আপনি হস্তমৈথুন করে স্বামী সহবাস করবেন তাকে বাবা প্লাটিনা ২০০ এবং পিটিউটারিনাম 3X ওষুধ দিয়েছিলেন তিনি তিনমাসের মধ্যে গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং পরে সন্তান লাভ করেন।

আর একটি রোগীর কথা বলি তিনি বাংলাদেশের একজন ভদ্র মহিলা তার মাথার যন্ত্রনা। খুব সুন্দরী তিনি বাংলাদেশের একটি মিলিটারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ ভারতের ভেলোর, অ্যাপলো, কলকাতা পিয়ারলেস, ডিসন হসপিটালে দেখিয়ে কাজ হয়নি। বাবা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনার মানসিক কোন সমস্যা আছে? তিনি বললেন আমি প্রধান শিক্ষিকা ছিলাম। ঐ স্কুলে সেক্রেটারি আমাকে বেড শেয়ার করতে চেয়েছিল আমি রাজী হয়নি। আমার চাকরি চলে যায় তার পর থেকে মাথার যন্ত্রনা। বাবা তাকে প্রুনাস পাইনোসা ২০০ দিয়ে তার মাথার যন্ত্রনা ভাল করে দিয়েছিলেন। আর দুজন রোগীর কথা বলব। রোগীরা দুই ভাই ১৪-১৫ বৎসর বয়স কলকাতার সল্টলেকে এর দামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। তারা যৌনউন্মাদ হয়ে উঠে। রোগীদের বাবা হলেন একজন পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত সার্জেন। মা হলে কিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের ডাক্তার। তাদের ছেলেরা কাজের মেয়ে, দিদিমা সকলের সঙ্গে যৌনক্রিয়া করতে চায়। এমনকি মা-এর সাথে যৌনক্রিয়া করতে চায়। বিশ্ব সাহিত্যে আমরা রাজা ওয়েদিপাউসের গল্প জানি তিনি অজান্তে তার মায়ের সঙ্গে যৌন ক্রিয়া করেছিলেন। পরে জানতে পেরে অনুশোচনায় নিজে চোখ নষ্ট করে ফেলেছিল। এই দুটি ছেলে তার মায়ের সঙ্গে যৌনক্রিয়া করতে চায়। কলকাতার সমস্ত মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ এবং ব্যাঙ্গালোরের মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞদের দেখিয়ে কোন ফল পান নি। বাবা তাদের কে ওষুধ দিয়েছিল স্টিলিঞ্জিয়া ২০০ ক্যালি ফস ৬ এক্স এবং ইউদিনিয়া সোপনিফরা মাদার ছয় মাসে তাঁরা স্বাভাবিক ছত্রে ফিরে আসে। এটা হোমিওপ্যাথি। এটা মল্লিক মেথড। বাবা বলেন, বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "যে শিক্ষা বিধবা মেয়েকে চোখের জল মোছাতে পারে না। যে শিক্ষা, ক্ষুদার্থদের অন্ন দিতে পারে না সেটা শিক্ষা নয়।" বাবা বলেন যে চিকিৎসা মানুষের যন্ত্রনা লাঘব করতে পারে না সেটা চিকিৎসা নয়। বাবা আরও বলেন রোগী মুখে হাসি ফোটাতে আমি নরকেও যেতে রাজি আছি।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে খাদ্যাভাসের একটা ভূমিকা আছে। মুসলিম রোগীরা গরুর মাংস খান তাদের বাতের যন্ত্রনাতে যেখানে মেডোরিনাম দিয়ে কাজ হচ্ছে না তাদের ক্ষেত্রে পাইরোজেন ভাল কাজ করে। অপর দিকে যারা গরুর গোবর নিয়ে কাজ করেন তাঁদের ক্ষেত্রে পাইরোজেন ভাল কাজ করে।

প্রজ্ঞাপন

পত্রিকার গ্রাহকদের জন্য
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার
বিশেষ সুযোগ
ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

এম.ডি (হোমিও) ডিআই.হোম (লণ্ডন) এফ এফ হোম (নাইজেরিয়া) ইন্টারন্যাশনাল ম্যান অব দ্যা ইয়ার (ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা) মাস্টার অব হোমিওপ্যাথি এবং ধন্বন্তরী (বাংলাদেশ)।

ক্যান্সার, হাঁপানি, চর্মরোগ, স্ত্রীরোগ ও শিশুরোগ প্রভৃতি চিকিৎসার বইগুলির লেখক ডাঃ মল্লিক-এর বর্তমান ফিস্ ৩০০০ টাকা নীচের কুপনটি কেটে নিয়ে এলে মাত্র ১০০০ টাকায় রোগী দেখে দেবেন।

বিঃদ্রঃ-এম.পি., এম.এল.এ এবং কাউন্সিলারদের চিঠি আনলে গরিবদের ও সিনিয়ার সিটিজেনদেরও জন্য মাত্র ৫০০ টাকায় দেখে দেবেন।

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক
মল্লিক হোমিও হল
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলেজস্ট্রীট
কোলকাতা -৯
শাখাঃ ৮৮/১ দমদম রোড, দমদম ক্যুইন (দোতলায়) কলকাতা-৩০
ফোনঃ ৯৮৩০০২৩৪৮৭/৯৮৩০৫০২৫৪৩
Email : mallick2007@gmail.com, info@drpmallick.in
Webesite : www.drpmallick.in
পূর্বে যোগাযোগ করে সাক্ষাৎ

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক
-এর বই
(১) "স্বাস্থ্য ভাবনা ও হোমিওপ্যাথিক সমাধান"
(২) কী খাবো কেন খাবো?
(৩) সুসলারের বায়োকেমিক মেটিরিয়া মেডিকা
(বাংলা অনুবাদ)
মণ্ডল বুক এজেন্সী
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩
ফোন ঃ ৯৮৩১৩৫৮৫৯৮

অ্যালার্জী এবং অ্যাস্থমা চিকিৎসা কেন্দ্র
১৫৫, এ. জে. সি. বোস রোড, (মৌলালী) কলকাতা-৭০০০১৪
সহকারী ঃ কৌশিক পাল
-ঃ ফোন ঃ-
৯৪৩৩৪৩১৯৯৮, ৯৮৭৪১৮২৮৪২
৯৮৩১৭২৯৮৪৭

হোমিও মেডিক্যাল ক্লাব ওয়েস্ট বেঙ্গল
কলকাতা শাখার কমিটি
সভাপতি-ডাঃ প্রকাশ মল্লিক
সহ সভাপতি-ডাঃ কুণাল ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক- ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক
ট্রেজারার-পরিমল কুণ্ডু
সাধারণ সদ্যসা
ডাঃ মানিক দাস, ডাঃ সুশোভন মণ্ডল, ডাঃ নিখিলেশ সাঁতরা, সুব্রত দাস, রিংকী ব্যানার্জী, অভিজিৎ মণ্ডল, শ্রীমন্ত লাহা

ক্যানসারের যন্ত্রণা ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ক্যানসারের যন্ত্রনার বিভীষিকাময় দিনগুলিতে রোগীকে একটু স্বস্তি দিতে প্রয়োজন ব্যাথা মুক্তি সেই নিয়ে কথা বলছেন বর্তমান সময়ের জীবন্ত কিংবদন্তী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক এম.ডি (হোমিও)
সিনিয়ার সুপার স্পেশালিস্ট হোমিওপ্যাথ
সভাপতি ঃ ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ্ হোমিওপ্যাথি
ফোন ঃ ৯৮৩০০২৩৪৮৭/৯৮৩০৫০২৫৪৩
Email : mallick2007@gmail.com, info@drpmallick.in
Webesite : www.drpmallick.in

আধুনিক চিকিৎসায় ব্যাথা নিরাময়ের ঔষধ সময় অনেক রোগের কারন হয়ে দাঁড়ায়। ক্যান্সাসের ক্ষেত্রে ব্যাথা নিরাময়ের ওষুধ অনেক সময় ক্যান্সারকে বাড়িয়ে তোলে। সেক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অনেক ফলপ্রসূ।

এখন দেখা যাক কেন ক্যানসারের ব্যথা কেমন?

ক্যানসারের প্রকার ভেদে যন্ত্রনা কম বেশি হয় যেমন গলব্লাডার, পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয়ে, থাইরয়েড, ক্যানসারে যন্ত্রনা বেশি হয়। তবে ক্যানসারের সবচেয়ে ভায়ানক হয় ব্যাথা যখন ক্যান্সার বৃদ্ধি পেতে থাকে, যাকে ডাক্তারি পরিভাষায় বলা হয় **মেটাস্টেসিস**। সাধারণত ক্যানসারের ব্যাথা স্টেজ-২ থেকে, শুরু হয়ে যায় যদিও কোন ক্যানসার হয়েছে তার উপরই যন্ত্রনার তীব্রতা পুরোপুরি নির্ভর করে। পাশাপাশি বেশির ভাগ সময়ই ক্যানসারের রোগ নির্ণয়ে দেরি হয়ে যায় বলে রোগী আডভান্স পর্যায়ে ব্যথা নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসেন। আর আমাদের কাছে তো আসে একেবারে শেষ পর্যায়ে আধুনিক চিকিৎসা শেষ করে।

যন্ত্রনা কেন হয়?

প্রথমত যখনই শরীরে কোনও কিছু বৃদ্ধি পেতে শুরু করে তখন শরীরের রোগ প্রতিবোধ ক্ষমতা তার উপর আক্রান্ত করে সেখানে একটি প্রদাহের সৃষ্টি করে। যা থেকে যন্ত্রনা হয়। দ্বিতীয়ত, যখন শরীরের ক্যানসার হয় তখন সেই ক্যানসার বাড়তে বাড়তে আশপাশের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে চাপ দেয়, সেখান থেকে রোগীর যন্ত্রনা অনুভূত হয় তৃতীয়ত ডাক্তারি পরিভাষায় থাকে বলে নিউরাল ইনভেশন অর্থাৎ ক্যানসারের নার্ভের উপর চাপ পড়ে কিংবা নার্ভ ছিঁড়ে যায় বলে ব্যথা হয়। চতুর্থত, আমাদের শরীরে দু'রকমের নার্ভস সিস্টেম আছে। একটি সিমপ্যাথেটিক এবং আরেকটি হল প্যারা সিমপ্যাথেটিক। সাধারণত ভয় পেলে কিংবা রাগ হলে হৃদস্পদন বেড়ে যায়। সেই সময় সিম্পপ্যাথেটিক নার্ভস সিস্টেম কাজ করে। অন্যভাবে বলতে গেলে ব্রেনের সঙ্গে ব্যথার যে সরাসারি সংযোগ রয়েছে যেটি হল সিম্পপ্যাথেটিক মিডিয়েড পেইন। ক্যানসারের যেহেতু অনবরত ব্যথা অনুভূত হয়। তাই এক্ষেত্রে সিমপ্যাথেটিক মিডিয়েটেড পেন হয়। পঞ্চমতঃ মেটোস্টেসিস পেন অর্থাৎ হাড় বা শরীরের জন্য কোনও অঙ্গে যখন ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ে তখন যে ব্যথা অনুভূত হয়। তবে এক একটি অঙ্গের জন্য এক এক রকম ব্যথা অনুভূত হয়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

ব্যথা নিয়ন্ত্রণের চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধানত যে ব্যথা নিয়ন্ত্রণের চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধানত যে বাধা আসে তাহল ওপিওফোবিয়া অর্থাৎ রোগী ভাবেন যে যন্ত্রণা প্রশমনের জন্য আফিমের মতো কোনও জিনিস তাকে খেতে হবে। এবং যার ফলে তিনি আসক্ত হয়ে পড়বেন। কিন্তু কোনও কিছুর প্রতি তীব্র আকাঙ্খা থাকলেই নেশা হওয়া সম্ভব। অনেক মরফিনের মতো ওষুধে কোষ্ঠকাঠিন্য সহ কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। কিন্তু সেটি ঠিক করা সম্ভব। তবে যন্ত্রনা কমাতে গিয়ে নানা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে এটা স্বীকার করতেই হবে। এক্ষেত্রে আমরা হোমিওপ্যাথি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হীন যন্ত্রনা কমাতে পারি। যদিও আমরা মরফিনিনাম একটি ওষুধ ব্যবহার করে থাকি। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে হোমিওপ্যাথি ঔষধের সূক্ষমাত্রা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরী করে না। এছাড়া ক্যান্সারের রোগী তার রোগ জানার পর আতঙ্ক গ্রস্থ হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে স্ট্যাফিসেগিরিয়া ২০০ সঙ্গে ইউথিনিয়সোফনিফোরা মাদার ১০ ফোটা করে দিয়ে যন্ত্রনা নিরাময় করা যায়। ইউফরবিয়াম ঔষধটি ক্যানসারের ব্যাথা কমাতে সাহায্য করে। এসকলজিয়া মাদারও ব্যাবহার করে সুফল পাওয়া যায়। এছাড়া আমার কয়েকটি হোমিওপ্যাথি ঔষধের মিশ্রন করে একটি ঔষধ প্রয়োগ করি তা বিশেষ ভাবে কার্যকরী। আমরা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের সামগ্রিক ভাবে চিকিৎসা করি। তাই ব্যথা কমাতে গিয়ে যে ঔষধ প্রয়োগ করি তাই আমাদের ঔষধ ক্যানসার রোগটাকেও নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে। এবৎসর যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি ক্যানসার রোগকে ইমিউনিটি সিস্টেম গড়ে তোলার কথা বলেছেন। ব্যথা কমার সাথে সাথে রোগী মনোবল বেড়ে যায়। ফলে তার মধ্যে রোগ প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। তাই রোগী দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকে। অপর দিকে আধুনিক চিকিৎসায় ব্যথা কমাতে লোকাল অ্যানাস্থেশিয়া করে এক্সরে অথবা আল্ট্রাসোনোগ্রাফির সাহায্যে নার্ভকে চিহ্নিত করে নির্দিষ্ট জায়াগায় নিউরোলোসিস করা হয়। এতে আনুমানিক খরচ ১০ হাজার টাকা বা তার বেশি। বিশেষ ক্ষেত্রে স্পাইনাল কাডে ঔষধ প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে খরচ দেড় লক্ষ টাকা। সেক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিতে খরচ মাত্রা কয়েক হাজার টাকা।

লেখক পরিচিতি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক এম.ডি (হোমিও)

সভাপতি ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব হোমিওপ্যাথি। যিনি ক্যানসার। হাঁপানি চর্মরোগ সহ ৪৩টি গ্রন্থ রচনা করেছে। স্বাস্থ্য বিষয়ক ১৮টি পত্রিকার রিভ্যুয়ার। সুচিকিৎসক হিসাবে দেশ ও বিদেশে বহু পুরষ্কার ও উপাধি পেয়েছেন।

ডিসথাইমিয়া

ডাঃ সুশোভন মণ্ডল

ডিসথাইমিয়া মনের এমন অসুখ যা মানসিকভাবে ভারাক্রান্ত রোগীকে কুরে কুরে খায়। এই অসুখটি বিষণ্ণতা বা ডিপ্রেশনের মতো কতক উপসর্গ আর লক্ষণ নিয়ে এসে থাকে। অতএব মনের এই অসুখটিতে এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদি বিষণ্ণ বা অবসাদপ্রাপ্ত মনোভাব মানসিক অবস্থা বিরাজ করে। এ ধরনের পীড়াদায়ক মানসিক অবস্থা দিনের পর দিন নয়, দুই বছর বা তার চেয়েও বেশি হলে একে ডিসথাইমিক ডিসঅর্ডার বলা হয়ে থাকে। তবে শিশু-কিশোরদের মাঝেই এই রোগ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তাদের ক্ষেত্রে উত্তেজনা ও বিরক্তিকর মনমেজাজ কমপক্ষে এক বছর হয়ে গেলে তাঁরা ডিসথাইমিয়াতে ভুগছে বা যেতে পারে। যাদের মধ্যে গত দুই বছর মোটামুটি নিম্নরূপ উপসর্গ ও লক্ষণ বিরাজ করেছে তারাই এ রোগে পড়ে।

এ রোগের মূল উপসর্গগুলো হলো—

১। খাবার-দাবারে অনীহা, রুচিহীনতা অথবা খাবার রুচি অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়া।

২। ঘুমের সমস্যা (ঘুম কমে যাওয়া অথবা ঘুম থেকে বেড়ে যেতে পারে)

৩। মনোশারীরিক শক্তি কমে যাওয়া।

৪। অল্পতেই অবসন্নতাবোধ বা অবসাদজনিত ক্লান্তি অনুভূত হওয়া।

৫। আত্মমর্যাদাবোধ আত্মসম্মানবোধে ঘাটতি।

৬। মনোযোগ কমে যাওয়া।

৭। অল্পতেই একাগ্রতা হারিয়ে ফেলা।

৮। সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যায় ভোগা, প্রায়শ সিদ্ধান্ত নিতে অনেক দেরি হওয়া।

৯। সারাক্ষণ মনে আশাহত অনুভূতি, দুঃখের ভাব। ডিসথাইমিক ডিসঅর্ডারকে নিম্ন বর্ণিত অসুখ থেকে আলাদ করে যেভাবে রোগ নির্ণয় করা হয় তা হলো—

১। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে গত ২ বছরে বড় ধরনের বা মেজর ডিপ্রেসিড এপিসোড হয়ে থাকলে তাকে ডিসথাইমিয়াতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। তবে শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রে এর মাত্রা কম পক্ষে ১ বছর।

২। বাইপোলার ম্যানিয়া যদি রোগীর জীবনে একবারও হয়ে থাকে তবে সেটিকেও ডিসথাইমিয়াতে ফেলা যাবে না।

৩। ম্যানিক ডিপ্রেসিভ অর্থাৎ কিছুদিন আনন্দ-স্ফূর্তি আবার কিছুদিন বিষাদগ্রস্ততায় ভুগলে তাকেও এ রোগের আওতায় ফেলা যাবে না।

৪। রোগীর জীবনে সাইকোতাইমিক ডিসঅর্ডার অর্থাৎ মনমেজাজ আনন্দ-স্ফূর্তির বর্ডার লাইনে অবস্থান করে তাঁদেরও এতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

৫। অ্যালকোহল বা মদপান, ড্রাগ বা মাদকসক্তি, ওষুধ সেবন বা অন্য কোনও মেডিক্যাল অসুখে এ-রকম উপসর্গ দেখা দিলে সেটিকেও ডিসথাইমিয়াতে ফেলা যাবে না। শেষে উল্লেখ থাকে যে, এতে নানা ধরনের উপসর্গ হয়ে থাকে তাতে ব্যক্তির সামাজিক, পেশাগত, শিক্ষাগত ও অন্যান্য জরুরি দৈনন্দিন কর্মক্ষমতা বেশি ক্ষতি হয়ে থাকে। এর জন্য চাই সঠিক সময়ে সুচিকিৎসা সেবা নেওয়া।

মেদ কমানোর বেল্ট কার্যকরী?

রিংকী ব্যানার্জী
ফোন ঃ ৮৩৭১০২৫৫০৫

পেটের আর কোমরের মেদ কমাতে বেল্ট, ভাইব্রেটর এখন অনেকেই ব্যবহার করেন। এগুলি বেশ জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছে। কিন্তু অনেকেই এর ভালো বা মন্দ দিকগুলি সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত নন। মেদ কমানোর এই বেল্টগুলো পরে থাকলে (যতক্ষণ পরা হয় বা কিছু কিছু বেল্ট আছে, যেগুলো পরে রাস্তায়ও বের হওয়া যায়) পেটের পেশি বেস টাইট ও টানটান তাকে। আর পোশাকের নীচে যদি বেল্ট থাকে, তাহলে পেটের মেদ ঠিক কতটা তা বোঝা যায় না। কিন্তু আদতে এই মেদ কমাতে বেল্ট কতটা কার্যকর সে নিয়ে অনেক গবেষক-চিকিৎসকের মনেই সংশয় আছে। এবার এই বেল্টের মেকানিজম সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়া যাক। কোমরে যখন আপনি এই বেল্টটি পরছেন, তখন পাকস্থলির উপর কিছুটা চাপ পড়বার ফলে স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় এসময়ে আপনি কম পরিমাণ খাবার খাবেন। এর ফলে কিছুটা ডায়েটিংও হবে। খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করলে তা মেদ কমানোর সহেগ সঙ্গে শরীরকেও সুস্থ রাখবে। কাজেই বেল্টে পেটে যে চাপ পড়ছে, তাতেই খাদ্যগ্রহণে নিয়ন্ত্রণ আসার ফলেই ওজন কমছে। বেল্ট ব্যবহারের ফলে ঘামের মাধ্যমেও কিছু ক্যালোরি বার্ন হয়, তাই পেটে একটা হালকা অনুভূতি আসে। তবে মেদ গলে যাওয়ার বিষয়টিকে পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত মানতে নারাজ বিজ্ঞানীরা। বিশেষ ধরনের ভাইব্রেটর বেল্টে পেটের পেশির কম্পন সৃষ্টি হয়, এর ফলে পেটের পেশি টানটান হয়, সেই থলথলে চর্বি ঝুলে থাকা ভাবটা আর থাকে না। তবে মেদ কমানোর এক্সারসাইজ বা অ্যারোবিক্সের মতো এই বেল্টগুলি ততটা কার্যকর নয়। আর পেটে কোনও অপারেশন হলে, যেমন গলস্টোন, হার্নিয়া, অ্যাপেনডিক্স বা সদ্য মা হওয়ার পর আদৌ এই বেল্ট ব্যবহার করা উচিত কি না বা করলেও তা কতদিন পর, তা চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। কেননা অনেক শারীরিক অবস্থাতেই বেল্ট ব্যবহার করা যায় না। আর সুস্থ, সাধারণ ব্যক্তিদের বেল্ট ব্যবহারের পাশাপাশি এক্সারসাইজ ও ব্রিস্ক ওয়াকিংও চালিয়ে যাওয়া উচিত। আসলে কতটা ক্যালোরি আমি ইনটেক করলাম আর তার মধ্যে কতটা বার্ন করলাম তার উপরই নির্ভর করছে শেষমেশ মেদ কমা। কেননা এটা ছাড়া মেদ কমানো অসম্ভব। সুতরাং বেল্ট পরার পাশাপাশি বাকি শারীরিক কসরতগুলিও বজায় রাখুন।

চিকিৎসাশাস্ত্রের আদি কথা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক এম.ডি (হোমিও)

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা বিদ্যাতেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। প্রাচীন কালে ওষুধ হিসাবে উদ্ভিদ, পশুর দেহের বিভিন্ন অংশ, খনিজ পদার্থ ব্যাবহার্য করা হতো। প্রায় তিন হাজার বছর আগে মিশর ভারত, গ্রিস এবং রোমে চিকিৎসা বিদ্যার এক বীজ রোপন করা হয়েছিল। গ্রিক চিকিৎসক হিপোক্রেটিস ছিলেন পশ্চিমী চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক। তিনিই প্রথম ওষুধের যুক্তি সম্পদ প্রভৃতির ভিত্তি স্থাপন করেন। হিপোক্রেটিসই প্রথম চিকিৎসকদের জন্য হিপোক্রেটিক ওথ চালু করেছিলেন। যা আসলে চিকিৎসকদের নীতিবোধ ও দায়বদ্ধতাকে উস্কে দেয়। আজও হিপোক্রেটিক ওথ প্রাসঙ্গিক এবং চিকিৎসকদের এই শপথ গ্রহণ করতে হয়। অনেকে বলেন পশ্চিম মিশরের ইমহোতেপ (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রবাদী ছিলেন প্রথম পরিচিত চিকিৎসক এবং এডউহন স্মিথ প্যারিরাস (১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ছিলেন প্রথম শল্য চিকিৎসক। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। ভারতীয় চিকিৎসা আরও প্রাচীন। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির অন্যতম হল ভারতীয় সভ্যতা এবং আর্য়ুবেদ শাস্ত্র হল সম্ভবত চিকিৎসা জগতের প্রাচীনতম নথিভুক্ত চিকিৎসাশাস্ত্র প্রায় সাড়ে চার হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে রচিত ঋকবেদের উল্লেখ আছে।

ভারীতয় উপমহাদেশে চিকিৎসা ছিল জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক এই দুইয়ের এক সমন্বিত কর্মকাণ্ড। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কাঠোমের সংমিশ্রণ ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। এই ধারা গুলোর অন্যতম ভারতীয় আয়ুর্বেদ, অ্যারোম্যাথেটিক ও শল্য চিকিৎসা। আয়ুর্বেদ ছিল বেদ শাস্ত্রের একটি শাখা আর্য়ুবেদ মানে `Science of life' জীবনের মানসিক, শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ সমূহ। আর্য়ুবেদে বলা আছে। চিকিৎসক প্রথমে রোগের কারণ নির্ণয় করে। পরে তা নিরাময়, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যাবস্থার উন্নতি রোগীর পথ্য নির্ণয় এবং রোগীর বিশ্রামের সময় নির্ণয় করেন।

স্বাস্থ্য বলতে আর্য়ুবেদে যা বলা হয়েছে। বর্তমান WHO (World Health Organisation) ওই একই কথা বলছে। WHO বলছে (Health in the State of Complete Physical mental and social wellbeing and not merely the absecne of disease or infirmity''.

আয়ুর্বেদ আটভাগে বিভক্ত-শল্য (Surgical Treatment) শালক (Treatment of diseases of the head ears and face) কায়া চিকিৎসা (Treatment of general disease) ভূত বিদ্যা (Diseases coused by cvils priit) কেমির তত্ত্ব (Treatment of Infants) অসদ (Antidoes to Poisong) রসায়ন (Medicines which Promote heath) এবং বাজী করণ (Aphrodisies) চরকসংহিতার চারপ্রকার মহা স্নেহ (তেল জাতীয় বস্তু) পাঁচ প্রকার লবণ, আট প্রকার পশুমূত্র, আট প্রকার দুধ, ভারতে উৎপন্ন যাবতীয় শস্য ফল, ফুল, মূল, পাতা, ফুলের নির্যাস বিভিন্ন পশু পায়ার মাংস, নানা জাতীয় সুরা, আট প্রকার দুধ থেকে উৎপন্ন দৈ, ঘোল, ঘি মাখন, ছানা ক্ষীর সোনা, দস্তা, লোহা, পারদ, তামা প্রভৃতি আটটি মৌলিক ধাতুর গুণ এবং ব্যবাহর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

ঋকবেদেই আমার সর্ব প্রথম চিকিৎসকরে উল্লেখ দেখতে পায়। ঋকবেদে আশ্বিনী কুমার বলে দুইজন যমজ চিকিৎসকদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই যুগে আর্যরা প্রথম এবং প্রধান ঔষধ হিসাবে সহজ লভ্য জলকেই ব্যাবহার করেছিলেন। অনান্য ঔষধ আবিষ্কারের আগে যে জিনিস শরীরের উত্তাপ কমাতো। আর্যরা তাকে ঔষধ হিসাবে ব্যাবহার করতেন। সংস্কৃত ঔষধের অর্থ উত্তাপ থাকা। জল জ্বরের উত্তপা অনেকটা কমিয়ে দিতে এজন্য ঋকবেদের বিভিন্ন শ্লোকে জলের বিশেষ প্রসংসা করা হয়েছে।

প্রাচীন চিকিৎসকদের মতে পঞ্চভূতে শারীর নির্মিত ও বায়ু, পিত্ত এবং কফ মানবদেহের প্রধান উপাদান এদের মধ্যে কোন একটির বিকৃতি রোগের কারণ চরকের মতে বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রত্যেকে তিনটি কাজ করে থাকে শরীরের হ্রাস, বৃদ্ধি ও স্থিতি প্রাচীন চিকিৎসকদের মতে সাতটি প্রধান দ্রব্য দেহকে রক্ষা করে থাকে অন্নরস, রক্ত, মাংস মেদ উৎপন্ন হয় অস্থি মজ্জা এবং শুক্র। খাদ্য পরিপাক হল অন্ন রস উৎপন্ন হয়। সেই অন্ন রস থেকে রক্ত। মাংস মেদ অস্থি মজ্জা এবং শুক্র উৎপন্ন হয়।

অর্থববেদের মাধ্যমে ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের শুরু হলেও বৌদ্ধ যুগেই তার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে। চিকিৎসার জন্য ঐ সময় বিভিন্ন বৌদ্ধ সংখে হাসপাতাল সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে বানভট্টের অষ্টাঙ্গ হৃদয় চিকিৎসক সমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। অষ্টাঙ্গ হৃদয় থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যাপক ভাবে ধাতুর ব্যাবহার শুরু হয়।

আনুমানিক ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে চক্রপাণি দত্তের নাম চিকিৎসক সমজে বিশেষ ভাবে খ্যাতি লাভ করে। তার পিতা মহীপালের পুত্র ন্যায় পালের চিকিৎসক ছিলেন। তিনিও তাঁর পূর্ব সূরী বৃন্দার সময়ে চিকিৎসার ধাতুর ব্যাবহার আরও বৃদ্ধি পায়।

চক্র পাণির পরে আমাদের দেশে রস চিকিৎসা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে রস চিকিৎসকদের মধ্যে দুই রকম সম্প্রদায় ছিল আত্রেয় ও রস সিদ্ধ। কিন্তু এই সময় থেকে আমাদের দেশে চিকিৎসা বিভাগ অবনতি শুরু হয়। আত্রের ও রসসিদ্ধ এই দুই সম্প্রদায় মধ্যেই পরবর্তী কালবিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। এবং উভয় সম্প্রদায়েই জন্য সম্প্রদায়ের চিকিৎসা পদ্ধতিতে অস্বীকার করে। পরবর্তী কালে হটু বিদ্যালঙ্কার (রূপ মঞ্জুরী) এবং আরও কয়েকজন চিকিৎসকের সৌজন্যে তা কিছু আগের মহিমায় ফিরে আসে।

বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানে একটা বড় স্থান করে নিয়ে সার্জারি। প্রাচীন ভারতে সার্জারিকে বলা হতো শাল্য তন্ত। শাল্য শব্দের অর্থ অন্ত বা যন্ত্র আর তন্ত্র শব্দের অর্থ পদ্ধতি, ভারতীয় সার্জারি বা শল্য চিকিৎসার জনক বলা হয় শুশ্রুতকে। তিনি প্রাচীন ভারতের বারানসী শহরে বেড়ে ওঠেন এবং এই শহরেই চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রয়োগ ও শিক্ষা দিতেন। তিনি যে চিকিৎসা বিষয় যে বই লিখেছিলেন তার নাম সুশ্রুত সংহিতা। সুশ্রুত এর করা অপারেশনগুলোর মধ্যে Rlionoplasty, cataract operation উল্লেখ যোগ্য।

সুশ্রুত সংহিতা বইতে তিন ১২০ ধরণের সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ১১২০টি রোগের বর্ণনা ও এর চিকিৎসা পদ্ধতি আলোচনা করেন। সুশ্রুত সংহিতা বইটির গুরুত্ব অনুধাবন করে খালিকা মনসুর এটি আরবি ভাষায় অনুবাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুসলিম পণ্ডিত গণ 'কিতাব ই-সুশ্রুত' নামে অনুবাদ করেন। উনিশ শতকে ইউরোপিয়ান মধ্যে হেসলার সুশ্রুত সংহিতা, কেলাবিন ভাষায় অনুবাদ করেন এবং ১৯০৭ সালে কলকাতায় বইটির ইংরেজি অনুবাদ করেন কবিরাজ কুঞ্জলাল এই ভাবে সুশ্রুতের চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত বক্তব্য, ধারণা ও জ্ঞান সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করে।

তথ্য সূত্র

১। প্রাচীন আর্য্য চিকিৎসা বিজ্ঞান চিরিৎসক ও সমালোচক ভাগ্র পেসি ১৩০২ (১৮৯৫) সৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত সাময়িকী সম্পদনা প্রদীপ বসু পৃষ্ঠা ৮৯-১০২, ১৯৯৮ আনন্দ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড

২। Stratesic Pharmacewtial Merketiy Page 71-72 Page B Sonartn, whelra Publisity 1994

৩। প্রাচীন হিন্দুর চিকিৎসাজ্ঞান ও স্বাচ্ছন্দ শ্রাবন ১৩০৬ (১৮৯৯) কবিরাজপ্রসন্ন চন্দ্র মৈত্রের। সাময়িকী সম্পাদন প্রদীপ বসু পৃষ্ঠা ১১১-১১৪, ১৯৯৮ আনন্দ পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৪। The Pagitive Science of Aricient Hindul Page 1-20, 64-77 BN Seal Calculta 1915

৫। Science in History fare 284, 297 J.D Bernal Vall Pellean Book 1969

৬। চরক সংহিতা পৃষ্ঠা ১-৪ সম্পাদন ব্রজেন্দ্র চন্দ্র নাগ vol-3 নবপত্র প্রকাশনি ১৯৮৮

৭। A History of Hinduchemisty Pass V 107-110 Profulla Chandra Roy Vol-1 Calcutta 1902

৮। উনিশ শতকে বাংলা চিকিৎসা ব্যাবস্থা দেশীয় ভেষজ ও সরকার পৃষ্ঠা ৭১-১০২ বিনয় ভূষণ রায় ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেন্টাল স্টাডিজ দিল্লী ১৯৯৮

৯। আয়ুবেদের ইতিহাস পৃষ্ঠা ১১১-১১২ প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় অখণ্ড কলিকাতা ১৩৭০

১০। ভারতীয় বিজ্ঞান ও তার পরিণতি পৃষ্ঠা ১৩৩৮ উনিশ শতকে বাংলা ভাষায বিজ্ঞান চর্চা যায় উদ্যোগ ২০০২

লেখক পরিচিত

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক এম ডি (হোমিও)

ডাঃ মল্লিক একজন আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। তিনি ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ হোমিওপ্যাথি আর্ন্তজাতিক সভাপতি, ন্যাশান্যাল হোমিওপ্যাথিক অ্যাসোসেশিয়েশনের সভাপতি, ইন্টার ন্যাশানাল হিউম্যান রাইটসের আন্তর্জাতিক সহ-সভাপতি। তিনি ক্যানসার হাঁপানি, চর্মরোগ সহ ৪২টি গ্রন্থের রচয়িতা তিনি ১৮টি স্বাস্থ্য বিষয়ক বুলেটিনের এডিটর ইন-চিপ। তিনি দেশ বিদেশ বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রিত হন। হোমিওপ্যাথি নতুন ধারা 'মল্লিক মেথডের' উদ্ভাবক।

মল্লিক হোমিও হল

৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোগ, কলকাতা-৯ (কলেজ স্ট্রিট)

শাখা-৮৮/১, দমদম রোগ (দমদম কুইন ব্লিডিং) দোতালয়, কলকাতা-৩০

Email : mallick2007@gmail.com, info@drpmallick.in

Webesite : www.drpmallick.in

Phone: 9830023487/98300502543

Toll Free: 18008430032

হোমিওপ্যাথি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক এম.ডি (হোমিও)

হোমিওপ্যাথি বিশ্বপ্যথি
বিশ্বমানবের জীবন সাথী।
আজ দেশে দেশে
হোমিওপ্যাথির জয়ধ্বনি।
ধন্য হ্যানিম্যান
হোমিওপ্যাথির ফোঁটায়
জীবন ফিরে পাচ্ছে মানুষ, পশু, পাখি আর গাছগাছালি।
যে রোগ সারে না কোন প্যাথিতে
সে রোগ সারে হোমিওপ্যাথিতে
হোমিওপ্যাথি আজ দ্বিতীয় শ্রেষ্ট চিকিৎসা
সকলে স্বীকার করেন
জটিল রোগের হাত থেকে মুক্তি পেতে
যার জুড়ি মেলা ভার
জয় হোক হোমিওপ্যাথির
মানুষ বাঁচুক সুস্থভাবে
এই কামনা মোদের
গ্রহণ কর হোমিওপ্যাথি
বাঁচবে মানবজতি।

সম্পাদক ঃ ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক, এমিরেটাস এডিটর—ডাঃ প্রকাশ মল্লিক, ফোনঃ ৯৮৩০০২৩৪৮৭, সহ সম্পাদক— ডাঃ কুণাল ভট্টাচার্য্য, মুদ্রণে ঃ মুন ক্রিয়েশন ফোনঃ ৯১৬৩৮৬৪৪৯৬